যায়যায়দিন

তারিখ ... [illegible] JUL. 2013 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ...

প্রাথমিকে সাড়ে সাত হাজার শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি

এম মামুন হোসেন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরো সাড়ে সাত হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে পাঠদানের জন্য এই শিক্ষকদের নিয়োগ দিচ্ছে সরকার। নিয়োগে পুরুষ প্রার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের ডিগ্রি এবং পূর্বের মতো এবারো নারীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক রাখা হয়েছে। ৬০ শতাংশ নারী কোটা এবং ২০ শতাংশ পোষ্য ও ২০ শতাংশ পুরুষ কোটার বিধান রেখে মঙ্গলবার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ও ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার গত সাড়ে চার বছরে প্রায় ৮০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে। বর্তমানে প্রাক-প্রাথমিকে ১৪ হাজার ৮৫৮ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ৮০ নাম্বারের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ১৫ নাম্বারের মৌখিক পরীক্ষা এবং পাঁচ নাম্বারের একাডেমিক অর্থাৎ প্রার্থীর এসএসসি ও এইচএসসির ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত মনোনয়ন

শিক্ষক : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

শিক্ষক : প্রাথমিকে

(প্র. ম পৃষ্ঠার পর)

দেয়া হবে। বিড়ম্বনা আর হয়রানি কমাতে অনলাইনে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এ লক্ষ্যে টেলিটকের সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ যায়যায়দিনকে বলেন, মঙ্গলবার সাড়ে সাত হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। চাকরিতে আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের ডিগ্রি এবং নারীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, বিড়ম্বনা আর হয়রানি লাঘবে অনলাইনে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। দেশের লাখ লাখ মানুষ প্রাথমিক শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের সময়ে তাতে অংশ গ্রহণ করেন। নিয়োগ প্রক্রিয়া একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ উল্লেখ করে তিনি বলেন, অনলাইনে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করায় চাকরি প্রার্থীদের সময়, অর্থ অপচয় ও ভোগান্তি কমবে।

এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. মো. আফসারুল আমীন বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রায় ৮০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার বিদ্যালয় গমনোপযোগী শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করেছে। তিনি বলেন, বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে ১৫০০ বিদ্যালয় স্থাপন কর্মসূচি চালু রয়েছে। ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণের ফলে এক লাখ চার হাজার প্রাথমিক শিক্ষক সরকারি চাকরিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, প্রতি শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে নতুন বই তুলে দেয়া হচ্ছে। এ সব কর্মসূচি গ্রহণের ফলে ঝরেপড়ার হার হ্রাস পেয়ে ২৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং সাক্ষরতা হার ৬০ শতাংশের উপরে উন্নীত হয়েছে।

দরখাস্ত আহ্বান

এদিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিকে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৩) আওতায় ৩ পার্বত্য জেলা ছাড়া (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান) দেশের অন্য সব জেলার প্রার্থীদের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা রবীন্দ্রনাথ রায় বলেন, এবারই প্রথম প্রার্থীরা অনলাইনে দরখাস্ত করার সুযোগ পাবে। এ জন্য (http://dpe.teletalk.com.bd) এবং (www.dpe.gov.bd) ওয়েবসাইটে লগইন করে প্রদত্ত লিঙ্ক থেকে সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা মোতাবেক অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও ফি পরিশোধ করে নিবন্ধন করতে হবে। আবেদনকারীকে একটি ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দেয়া হবে। এটি প্রার্থীকে সংরক্ষণ করতে হবে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, আগামী ৭ জুলাই সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ২৮ জুলাই রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করা যাবে। প্রার্থীকে পরীক্ষার ফি বাবদ টেলিটক মোবাইল নাম্বার থেকে এসএমএস করে ১৫০ টাকা পাঠাতে হবে। শুধু ইউজার আইডিপ্রাপ্ত প্রার্থীরা এ সময় পরবর্তী ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত এসএমএসে ফি প্রদান করতে পারবেন। ফি প্রদানের পরই আবেদনটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবে। পরে [illegible] আবেদনকারীকে এসএমএ[illegible] মাধ্যমে আবেদনকারীদের লিখিত পরীক্ষার সময় সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে। প্রার্থীরা নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ব্যবহার করে পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।

সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে আবেদনের সময়সীমা ১৮ থেকে ৩০ বছর। তবে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের ক্ষেত্রে তা ৩২ বছর।